দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

NOV. 26 2002

# নানা সমস্যার আবর্তে খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ

জীতেন বড়ুয়া, খাগড়াছড়ি ॥ পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত চেংগী নদী বিধৌত খাগড়াছড়ি জেলা সদরের উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর বিদ্যাপীঠ একমাত্র সরকারী কলেজটি শিক্ষক সঙ্কটসহ নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। ফলে এই এলাকার ছাত্রছাত্রীদের হতাশা আর সমস্যার ঘূর্ণিপাকে কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে নৈরাশ্যজনক। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কলেজটিতে অন্তহীন সমস্যা বিরাজ করছে।

১৯৮০ সালে সরকারীকরণের পর জেলাবাসী এই কলেজের আমূল উন্নয়ন আশা করলেও বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি। সরকারীকরণের পর যেসব পদ সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া বেশিরভাগ পদই শূন্য। ১৩ জন সহযোগী অধ্যাপকের পদ থাকলেও কর্মরত আ[ছে]ন ১০ জন, ১৩ জন সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে আছেন সাত ৬ জন। ৪৯ জন শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে এই কলেজে কর্মরত আছেন ২৩ জন শিক্ষক। বাকি ৩ জন বিজ্ঞান বিভাগের প্রদর্শকসহ ২৬টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বাংলা বিভাগে শুধুমাত্র একজন শিক্ষক থাকায় প্রায় ৩/৪ শত ছাত্রছাত্রীকে পাঠদানে তাঁকে হিমশিম খেতে হয়। কোন কারণে বাংলা বিভাগের এই অধ্যাপক অসুস্থ হয়ে পড়লে এই সময় আর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস হয় না।

## ছাত্রাবাস নেই ॥ ক্লাসে বসার জায়গার অভাব ॥ বিএসসি কোর্স চালু হয়নি

এ ছাড়া কলেজ কার্যালয়ের প্রধান সহকারী হিসাবরক্ষক ক্যাশিয়ার ক্যাটালগার এবং লাইব্রেরিয়ান পদগুলো দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। এ অবস্থায় কলেজের সিংহভাগ দাফতরিক কাজকর্ম শিক্ষকদেরই করতে হচ্ছে। কলেজ লাইব্রেরিতে প্রচুর বই থাকলেও গ্রন্থাগারিক নেই। খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে শিক্ষক সমস্যার পাশাপাশি শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যাও প্রকট। বহু শিক্ষক যোগদানের পর আবাসিক সমস্যার কারণে বদলির তদ্বির করতে থাকেন। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষককে এক কলেজে দুই বছর কর্মরত থাকার নিয়ম রয়েছে। অথচ এই কলেজে এ নিয়ম ব্যতিক্রম। এখানে যোগদান করে শিক্ষকরা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যান। বর্তমানে কলেজে ক্লাস রুমের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অপরিকল্পিতভাবে শ্রেণীকক্ষগুলো নির্মাণ করায় এক একটি শ্রেণীকক্ষে ৫০/৬০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রীর বসার জায়গা হয় না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু পাঠ গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। এ কলেজে খেলাধুলার কোন বালাই নেই। কলেজের নিজস্ব কোন মাঠ না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা এখানে ক্রীড়াঙ্গনে পিছিয়ে পড়ছে। একইভাবে কলেজের চার পাশে পূর্ণাঙ্গ বাউন্ডারি না থাকায় কলেজ ক্যাম্পাসে অবাধে গরু ছাগল বিচরণ করছে। এতে কলেজের গাছপালা, বাগান ও কলেজের সৌন্দর্য বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজের মূল গেটের আশপাশ এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে উঠছে দোকান ও বস্তি, যা কলেজের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত করে চলেছে। এ ছাড়া কলেজের অন্যতম সমস্যার মধ্যে রয়েছে অডিটরিয়ামের অভাব ও ছাত্রাবাস সমস্যা।

বর্তমানে খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজে একাদশ শ্রেণীতে প্রায় সাড়ে চার শ' ছাত্র ছাত্রী এবং স্নাতক (পাস) শ্রেণীতে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। বিজ্ঞান বিভাগের পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় বিএসসি কোর্সও চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আল মামুন জাহাঙ্গীর জনকণ্ঠকে জানান, এ কলেজে বিএসসি কোর্স ও অনার্স কোর্স চালুর ব্যাপারে অনেক লেখালেখি এবং আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক সঙ্কটের কারণে কোনটিই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এই কলেজের ব্যাপারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদাসীনতার কারণেই মূলত কলেজের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। অধ্যক্ষ আরও জানান, শিক্ষক সঙ্কটের পরও এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবার এইচএসসিতে ভাল ফলাফল করেছে। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি লাভ করেছে।